জাতির জনক ও আইনগত বৈধতা

মোহাম্মদ আলী বোখারী

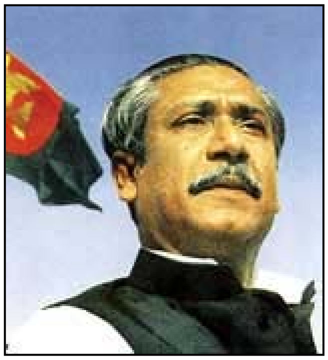

বাংলাদেশে এক এগারোর পটপরির্তনের পর জাতির জনক ও স্বাধীনতার ঘোষক প্রসঙ্গে সেনা প্রধান লেফট্যানেন্ট জেনারেল মঈন ইউ আহমেদ-এর দেয়া বক্তব্যের পর আশা করা গিয়েছিল, এ বিষয়ে বহুধা বিভক্তি ও বিপুল মানুষের প্রতীক্ষিত আকাঙ্খার সমাধান মিলবে আইনগত বৈধতায়। অথচ অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়টিকে নিছক রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করছেন। সম্প্রতি এ নিয়ে দেশের সব কয়টি জাতীয় দৈনিকে সংবাদ ছেপে বলেছে, তৃতীয় থেকে নবম শ্রেনীর যে পাঠ্যপুস্তক এখন ছাপা হচ্ছে অর্থাৎ বাংলা, ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞানে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু' হিসেবে এবং জিয়াউর রহমান সম্পর্কে লেখা থাকবে ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে তিনি স্বাধীনতার ঘোষনা দিয়েছেন। ইতিমধ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছে। নিঃসন্দেহে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কেননা স্বাধীনতার ছত্রিশ বছর পর বিকৃত ইতিহাস পরিহার করে সঠিক ইতিহাস নব প্রজন্ম জানবে - সেটাই জাতির কাংখিত প্রত্যাশা। কিন্তু সংশয়টি তার আইনগত বৈধতা নিয়ে। আপাতদৃষ্টিতে তা এখন রাজনৈতিক কৌশল হিসেবেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

এই আইনগত বৈধতাটি কেন প্রয়োজন, তা একটু খতিয়ে দেখা দরকার। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধীষ্ট সরকার বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫৮ (গ) ধারায় গঠিত সরকার। উদ্দেশ্যগত দিক থেকে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধানই তাদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। তবে তাদের গৃহীত নির্বাচনী সংস্কার হচ্ছে সেই কর্তব্যেরই অংশ বিশেষ এবং জনগণের কাংখিত প্রত্যাশার পরিপূরণ। দায়িত্ব গ্রহনের ছয় মাস পর সেটি কেবল মাত্র একটি 'রোডম্যাপে'র রূপ পরিগ্রহ করেছে; আর তাতে ২০০৮ সালের ডিসেম্বর নাগাদ নির্বাচন হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার গ্রেফতারসহ একটি নতুন রাজনৈতিক দল - প্রগ্রেসিভ ডেমোক্রেটিক পার্টি বা পিডিপি-র সহসা উত্থান সে আশাবাদকে যথেষ্টভাবে উৎকন্ঠিত ও ম্লান করে দিয়েছে। এতে 'জাতির জনক' স্বীকৃতির বিষয়টি অন্যত্র দৃষ্টি ফেরাবার কৌশল বৈ আর কি হতে পারে?

ইতিহাস বলে, ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানটি আজকের অপরিবর্তিত ৩০০ আসন বিশিষ্ট জাতীয় সংসদেই অনুমোদিত হয়। আসন বন্টনের দিক থেকে সেই সংসদে তখন জাসদ ১টি, জাতীয় দল ১টি ছাড়াও ৫টি আসন ছিল স্বতন্ত্র সাংসদের, বাকী সব কয়টি আওয়ামী লীগের। তথাপি এই আওয়ামী লীগ কর্তৃত্বাধীন সংসদে 'জাতির পিতা' বলে কোনো বিধান বাংলাদেশের সংবিধানে সংযোজিত হয়নি। এমনকি পরবর্তী সময়েও তার কোন বৈধ উদ্যোগ নেয়া হয়নি। তবে সংবিধানে এই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষণটি সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন প্রক্রিয়ায়। সেটা এসেছে বাকশাল গঠন প্রক্রিয়ার দ্বারা। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তৎকালীণ প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ংক্রিয়ভাবেই রাষ্ট্রপতি হন। তাতে মূল সংশোধনীতে নয়, বরং এই সংশোধনীর ফুটনোটে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জাতির পিতা' আখ্যায়িত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর হঠকারিতামূলক ভাবে সামরিক আইন জারির মাধ্যমে একই বছরের ৮ নভেম্বর ফুটনোটটিসহ তা সম্পূর্ণ বাতিল করা হয় এবং

একই সালে সংযোজিত পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে এই সামরিক আদেশ জারিকে বৈধতা দেয়া হয়, যা আজও বলবত আছে। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন, সকল সরকারী দফতর ও আদালতে শেখ মুজিবুর রহমান-এর ছবি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করে এক নির্দেশ জারি করা হয়। অথচ সেটিও ২০০২ সালের ২১ মার্চ দুই-তৃতীয়াংশের অধিক সাংসদের কন্ঠভোটে গৃহীত বিলের দ্বারা রোহিত করা হয়। এতে তুলনামূলক বিশ্লেষনে দেখা যায়, ১৯৭৩ সালের আসন বন্টনের হিসেবে সর্বশেষ জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের আসন সংখ্যা ছিল ৬২ এবং পক্ষান্তরে বিএনপির ১৯২, জামায়াতে ইসলামীর ১৭, জাতীয় পার্টি (নাজিউর) ৪ ও ইসলামী ঐক্যজোটের ২টি আসন ছিল। এই তুলনামূলক বিশ্লেষণটি তুলে ধরার কারন হচ্ছে এই যে, আমরা সংখ্যা গরিষ্ঠ ক্ষমতা বলে এবং রাজনৈতিক মতবিরোধীতার কারনে একজনের প্রাপ্য আইনগত সন্মানকে ভূলন্ঠিত করতে কাল মাত্র বিলম্ব করি না। এমনকি জাতীয় সংসদে গণমানুষের আশা-আকাঙ্খাকে ধারন ও লালন করবো সেই প্রত্যয়টিও আমাদের নেই।

এমতাবস্থায়, সংগত কারনেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, বিকৃত ইতিহাসের পরিবর্তে সঠিক ইতিহাস চর্চার স্বার্থে জাতির জনক ও স্বাধীনতার ঘোষক সংক্রান্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের আইনগত ভিত্তিটি কি? এনসিটিবি-র চেয়ারম্যান বিষয়টি আদৌ পরিস্কার করেননি। বলেছেন, শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের নির্দেশে তা করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত কিংবা শিক্ষা উপদেষ্টার উদ্ধৃতিটি তিনি দেননি। তা হলে, এ সত্য ইতিহাস যে আবারও রদবদল হবে না তার কি গ্যারান্টি আছে? কিংবা তা যে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা কৌশলের কারনে করা হচ্ছে না সেটাই বুঝবো কি করে? আশা করবো, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান কিংবা শিক্ষা উপদেষ্টা বিষয়টি জাতিকে দ্রুত নিশ্চিত করবেন।

লেখক: কানাডা প্রবাসী সাংবাদিক
muhammadbukhari@hotmail.com